গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৮৩.২০১৪-৪৮ তারিখঃ২১/১২/১৫খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ ইউনুছ আলম(সাময়িক বরখাস্ত), ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহীতে কর্মকালীন উক্ত কার্যালয়ের বেয়ারার জনাব মোঃ আজহার হোসেন-কে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারায় অত্র দপ্তরের ০৩-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ৪০৩ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

০২। যেহেতু, ইতোপূর্বে একই কার্যালয়ের প্রধান সহকারীকে মারাত্মক জখমের মাধ্যমে দু'টি দাঁত ফেলে দেয়ার অভিযোগেও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয় এবং উক্ত মামলায় ২৯-৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০১টি বার্ষিক বর্ধিত বেতন ০১(এক) বছরের জন্য স্থগিতকরণ দণ্ড আরোপ করা হয়। সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মকালীনও দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য মৌখিকভাবে সতর্ক করে বিভাগীয় মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরপর দু'টি বিভাগীয় মামলা হওয়া সত্ত্বেও তার আচরণের কোন পরিবর্তন ঘটেনি;

০৩। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীকালে অভিযুক্ত কর্মচারী বলেন, বেয়ারার জনাব আজহার তাকে আক্রমন করলে তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এ ধরণের ঘটনা আর ঘটবে না বলে তিনি অঙ্গীকার করেন এবং শেষবারের মত ক্ষমা চান। অভিযোগের বিষয়ে বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। সে মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রাপ্ত তদন্তে অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত মর্মে উল্লেখ থাকায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) ধারার বিধান মতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ(Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাপূর্বক অত্র দপ্তরের ২১-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২২৭ সংখ্যক স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। এবারও তিনি ভবিষ্যতে এ ধরণের অনাকাঙ্খিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না বলে অঙ্গীকার করেন এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতির আবেদন জানান। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, এধরণের গর্হিত আচরণ তিনি পূর্বেও করেছেন;

০৫। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, নথিপত্র এবং সার্বিক পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(২) বিধি মোতাবেক লঘু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) ধারার বিধান মতে জনাব মোঃ ইউনুছ আলম, ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী-কে মূল বেতন পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য বর্তমান স্কেলের ০৩(তিন) ধাপ নিম্নে অবনমন দণ্ড আরোপ করা হলো। একই সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো ।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২১/১২/২০১৫ খ্রি.
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৮৩.২০১৪-৪৮ তারিখঃ২১/১২/১৫খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। উপ-পরিচালক/কো-অর্ডিনেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,রাজশাহী।
০২। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রাজশাহী।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৪। উপাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার,ঢাকা(আদেশটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো)।
০৫। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৬। জনাব মোঃ ইউনুছ আলম, ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৮। অফিস কপি/গার্ড ফাইল ।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৭

Shahidul/E/Realse-304